অধ্যায় ১২ : গবেষণার নৈতিকতা

বিন্যাসক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ গবেষণা নৈতিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়
১২.৪ গবেষণায় নৈতিকতার গুরুত্ব
১২.৫ গবেষণায় নৈতিকতার পালনীয় কর্তব্য ও নিয়মাবলি
১২.৬ গবেষণায় নৈতিকতার সাধারণ দিকসমূহ
১২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.৯ অতিরিক্ত পঠন
১২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা বিষয়ে জানতে পারবেন।
- গবেষণায় নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও প্রকার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিকতার পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করে তাকে ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারবেন।

১২.২ পরিচিতি

আধুনিক নৈতিকতার বিকাশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাথে জড়িত একটি প্রক্রিয়া। কিছু বিবর্তনবাদী জীব বিজ্ঞানী, বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানী, বিশ্বাস করেন যে নৈতিকতা হল ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে কাজ করা ক্রমবিকাশমূলক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ (যদিও এটি আসলে কোন মাত্রায় সংঘটিত হয় তা বিবর্তনবাদী তত্ত্বের একটি বিতর্কিত বিষয়)। কিছু সমাজ বিজ্ঞানীর মতে মানুষের নৈতিকতা সৃষ্টিকারী আচরণবিধি মূলত বিকশিত হয়েছিল কারণ তারা মানুষের সম্ভাব্য বেঁচে থাকা বা প্রজননে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছিল (যেমন- বিবর্তনীয় সাফল্য বৃদ্ধি করেছে)। এরই ফলস্বরূপ মানুষের এই নৈতিক আচরণগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে সম-সামাজিক' অনুভূতি যেমন- সমবেদনা বা অপরাধবোধের বিকাশ ঘটে। নীতি বিদ্যা হলো দর্শনের সেই শাখা যেখানে নৈতিকতা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করা

হয়। নীতি শব্দটি নৈতিকতারই সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ নীতিবিদ্যা দ্বারা নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান বা বিদ্যাকে বোঝায় ও নৈতিকতা যার অর্থ ভদ্রতা চরিত্রে উত্তম আচরণ। এটি মূলত উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত এবং কমের মধ্যকার ভালো খারাপ উচিত-অনুচিত এর পাথক্যকারী। নৈতিকতা হল কোন মানদণ্ড বা নীতিমালা যা নির্দিষ্ট কোন আদর্শ ধর্ম বা সংস্কৃতি থেকে আসতে পারে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, নৈতিকতা (ইংরেজি- মোরালিটি, ল্যাটিন- মোরালিটাস থেকে আগত, যার অর্থ চরিত্র, ভদ্রতা, সঠিক আচরণ) হল ভাল (সঠিক) এবং খারাপ (ভুল) বিষয়সমূহের মাঝে উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়াসমূহের পার্থক্য ও পৃথকিকরণ। নৈতিকতাকে একটি আদর্শিক মানদণ্ড বলা যেতে পারে যা বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিকতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে সমগ্র পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর বিষয়সমূহকেও নৈতিকতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

১২.৩ গবেষণা নৈতিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাধারণত গবেষণা সংক্রান্ত নীতি একটি গবেষণা সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। এছাড়াও, এটি গবেষণায় নৈতিক মান নিশ্চিত করার জন্য গবেষকদের শিক্ষিত করে ও পর্যবেক্ষণ করে। এই সম্পর্কে যেসব নীতি প্রচলিত তার একটি সাধারণ সারাংশ এরকম ভাবে লেখা যেতে পারে:

সততা: তথ্য, ফলাফল, পদ্ধতি এবং প্রকাশনার অবস্থা সততার সাথে রিপোর্ট করা। তথ্য তৈরি, মিথ্যাচার বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়।

বস্তুনিষ্ঠতা: পরীক্ষামূলক ছক, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য ব্যাখ্যা, সমকক্ষ পর্যালোচনা, পূর্বে করা গবেষকদের সিদ্ধান্ত, অনুদানমূলক লেখা, বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য এবং গবেষণার অন্যান্য দিকগুলিতে যথাযথ থেকে উদ্দেশ্যমূলক মতামত এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

সত্যতা: গবেষণার শুরুতে করা গবেষকের প্রতিশ্রুতি এবং চুক্তিগুলো পালন করতে হবে; আন্তরিকতার সাথে গবেষণার কাজ করে যাওয়া, চিন্তাভাবনা এবং কর্মের ধারাবাহিকতার জন্য প্রচেষ্টা করা এই নীতির মধ্যে পড়ে।

সতর্কতা: অসাবধানতাবশত ভুল এবং অবহেলা এড়িয়ে চলতে হবে। গবেষককে নিজের কাজ এবং তার সহকর্মীদের কাজ সাবধানতার সাথে এবং সমালোচনামূলকভাবে যাচাই করতে হবে। সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে গবেষণা কার্যক্রমের সূত্র ও ফলাফল লিখে রাখা।

উন্মুক্ততা: তথ্য, ফলাফল, ধারণা, সরঞ্জাম, সম্পদ ভাগ করে নিতে হবে। বিরোধী সমালোচনা এবং নতুন মতামত গ্রহণের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

বৌদ্ধিক সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা: পেটেন্ট, কপিরাইট এবং অন্যান্য ধরণের বৌদ্ধিক সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি। অনুমতি ছাড়া অপ্রকাশিত তথ্য, পদ্ধতি বা ফলাফল ব্যবহার করা যাবে না। যেখানে যার কৃতিত্ব প্রাপ্য সেখানে তাকে কৃতিত্ব দেওয়া দরকার। নাহলে চুরির দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে।

গোপনীয়তা: গোপনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, যেমন প্রকাশনার জন্য জমা দেওয়া কাগজপত্র বা অনুদান, কর্মীদের তথ্য, বাণিজ্য বা সামরিক গোপনীয়তা এবং কোন রোগী সম্পর্কে তথ্য।

দায়িত্বশীল প্রকাশনা: গবেষকদের শুধুমাত্র নিজের ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রকাশনা করা উচিত। অপচয়মূলক এবং নকল প্রকাশনা এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত পরামর্শদাতা: ছাত্রদের শিক্ষিত করতে এবং পরামর্শ দিতে সাহায্য করা গবেষকের কাজ। তাদের কল্যাণে অবদান রাখতে হবে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে।

সহকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা: গবেষককে নিজের সহকর্মীদের সম্মান করে চলতে হবে এবং তাদের সাথে সমান আচরণ করা উচিত।

সামাজিক দায়িত্ব: গবেষণা, শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ প্রচার এবং সামাজিক ক্ষতি প্রতিরোধ বা প্রশমনের জন্য প্রয়াস করা গবেষকের কর্তব্য।

বৈষম্যহীনতা: একজন গবেষক তার সহকর্মী বা শিক্ষার্থীদের প্রতি লিঙ্গ, জাতি, জাতিগত সম্পর্ক অথবা তাদের বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং সততার সাথে সম্পর্কিত নয় এরকম অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য এড়িয়ে চলবেন।

যোগ্যতা: নিজের জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং ক্রমাগত শেখার মাধ্যমে গবেষকদের নিজস্ব পেশাগত দক্ষতা এবং কৌশল বজায় রাখতে হবে এবং ক্রমে উন্নত করতে হবে।

বৈধতা: প্রাসঙ্গিক আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি নীতিমালা জানতে হবে এবং মেনে চলার অভ্যাস করতে হবে।

পশুর যত্ন: যদি কোন গবেষণায় প্রাণীদের ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই সময় তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করা এবং যত্ন নেবার অভ্যাস করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বা খারাপভাবে পরিচালনা করা প্রাণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

মানব বিষয়ক সুরক্ষা: কখনও মানবিক বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করার সময়, ক্ষতি এবং ঝুঁকি হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা উচিত। মানবিক মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করা গবেষকের কর্তব্য।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। গবেষণায় নৈতিকতা কী, সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৪ গবেষণায় নৈতিকতার গুরুত্ব

গবেষণা নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো সূত্রাকারে এভাবে লেখা যেতে পারে:

- গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- গবেষণা কাজ এবং প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতি আস্থা তৈরি করা।
- গবেষণা পরিচালনার সময় অন্যদের ক্ষতি না করে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে সমর্থন করা।
- ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- গবেষকের একাডেমিক সততা রক্ষা করে গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের অধিকার রক্ষা করা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। গবেষণায় বিশেষ নীতিসমূহ বিষয়ে লিপিবদ্ধ করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৫ গবেষণায় নৈতিকতার পালনীয় কর্তব্য ও নিয়মাবলি

গবেষণা নীতিশাস্ত্র হল নৈতিক নীতি যা গবেষকদের গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন করার জন্য নির্দেশ দেয়, যাতে তারা গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের বা সমাজের সামগ্রিকভাবে সদস্যদের ক্ষতি করার প্রতারণা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই গবেষণা পরিচালনা করে, জেনে হোক বা না জেনে হোক। গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন করার সময় নীতিগত নির্দেশিকা অনুশীলন করা আপনার গবেষণার বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

কোনও গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের, জনসাধারণের এবং গবেষকের নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রক কমিটি কর্তৃক জারি করা নীতিগত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। নীতিগত নির্দেশিকা অনুসরণ করলে আপনার গবেষণাটি খাঁটি এবং ত্রুটিমুক্ত হবে এবং আপনি জনসাধারণের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সমর্থন অর্জন করতে পারবেন। আপনার পাণ্ডুলিপিতে আপনার ফলাফল উপস্থাপন করার সময়ও আপনাকে নীতিগত নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে আপনার নিবন্ধটি চৌর্যবৃত্তিমুক্ত এবং আপনার নিবন্ধের পাঠকদের কাছে কোনও

অযাচাইকৃত তথ্য পৌঁছাবে না। তা ছাড়া, গবেষণা নীতি গবেষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি করে এবং অসদাচরণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব নির্ধারণ করা সহজ করে তোলে।

অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা, গবেষণার অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং বৈজ্ঞানিক ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, শেষ পর্যন্ত জনগণের আস্থা বৃদ্ধি এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রচারের জন্য গবেষণা নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা নীতিশাস্ত্র কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তার আরও বিশদ ব্যাখ্যা এখানে রয়েছে:

১. অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা:

অবহিত সম্মতি: অংশগ্রহণকারীদের জানার অধিকার রয়েছে গবেষণাটি কী, তারা কী করবে এবং তারা কী সুবিধা এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

গোপনীয়তা: গবেষকদের অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত বিবরণ বেনামি এবং ব্যক্তিগত রাখতে হবে, বিশেষ করে যখন সংবেদনশীল বিষয়গুলি তদন্ত করা হয়।

ক্ষতি কমানো: গবেষকদের অবশ্যই শারীরিক এবং মানসিক উভয়ভাবেই অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতি কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. গবেষণার অখণ্ডতা বজায় রাখা:

সততা এবং নির্ভুলতা: গবেষণার ফলাফল অবশ্যই সঠিক হতে হবে এবং সততার সাথে উপস্থাপন করতে হবে, চুরি, বানোয়াট বা তথ্যের মিথ্যাচার এড়াতে হবে।

স্বচ্ছতা: গবেষকদের তাদের পদ্ধতি, ডেটা এবং ফলাফল সম্পর্কে স্বচ্ছ হওয়া উচিত।

বস্তুনিষ্ঠতা: গবেষকদের পক্ষপাত বা ব্যক্তিগত মতামত এড়িয়ে তাদের গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

৩. বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিশ্বাস নিশ্চিত করা:

পাবলিক ট্রাস্ট: নৈতিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এবং গবেষণা প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের আস্থা তৈরি করে।

জবাবদিহিতা: গবেষকরা তাদের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ এবং তাদের অবশ্যই নৈতিক মান মেনে চলতে হবে।

পিয়ার রিভিউ: নৈতিক গবেষণা পিয়ার রিভিউ দ্বারা গৃহীত হওয়ার এবং নামি জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৪. সামাজিক মূল্যবোধের প্রচার:

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ: নৈতিক গবেষণা মানবাধিকার, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে প্রচার করে।

জনসাধারণের সুবিধা: গবেষণা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যা সমগ্র সমাজকে উপকৃত করে, শুধু গবেষক বা তাদের পৃষ্ঠপোষক নয়।

সহযোগিতা: নৈতিক গবেষণা গবেষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা প্রচার করে।

১২.৬ গবেষণায় নৈতিকতার সাধারণ দিকসমূহ

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের গবেষণামূলক গবেষণা করার সময় বেশ কিছু নীতিগত নীতি বিবেচনা করা উচিত এই নীতিগুলি হল।
(ক) ভালো কাজ (যাকে উপকারীতা বলা হয়) এবং
(খ) কোনও ক্ষতি না করার (যাকে অ-অপরাধ বলে) প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

বাস্তবে, এই নীতিগত নীতিগুলির অর্থ হল একজন গবেষকের প্রয়োজন:
(ক) সম্ভাব্য গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি নেওয়া;
(খ) অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতির ঝুঁকি কমানো;
(গ) তাদের নাম প্রকাশ না করা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা;
(ঘ) প্রতারণামূলক অনুশীলন ব্যবহার এড়িয়ে চলা; এবং
(ঙ) অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের আলোচ্য গবেষণা থেকে সরে আসার অধিকার দেওয়া । এই নিবন্ধটি গবেষণামূলক গবেষণা পরিচালনা করার সময় এই পাঁচটি নীতিগত নীতি এবং এর ব্যবহারিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

এই পাঁচটি মৌলিক নীতিমালা দেখলে মনে হতে পারে যে গবেষকের গবেষণাপত্রে এই নীতিমালাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। তবে, এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি নেওয়া সম্ভব বা কাম্য নয় । একইভাবে, এমনও ঘটনা থাকতে পারে যেখানে গবেষক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাদের নাম গোপন রাখার অনুমতি চান । প্রায়শই, এই ধরনের পছন্দগুলি একটি গবেষণাপত্র পরিচালনার জন্য গবেষক যে গবেষণা কৌশল গ্রহণ করেন তা প্রতিফলিত করে।

নীতি এক-

ক্ষতির ঝুঁকি কমানো: গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতি করা উচিত নয়। যেখানে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতি হতে পারে বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে এর জন্য দৃঢ় যুক্তি থাকতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে (ক) অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতি (বা অস্বস্তি) কীভাবে হ্রাস করা হবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য অতিরিক্ত পরিকল্পনা, (খ) অবহিত সম্মতি এবং (গ) বিস্তারিত ডিব্রিফিং প্রয়োজন হবে।

অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে:

- অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ক্ষতি।
- মানসিক যন্ত্রণা এবং অস্বস্তি।
- সামাজিক অসুবিধা।
- অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক অবস্থা ক্ষতি।
- অংশগ্রহণকারীদের উপর আক্রমণ? গোপনীয়তা এবং পরিচয় গোপন রাখা।

সাধারণত, ক্ষতির কথা আমাদের ভাবতে হবে না কারণ একজন গবেষক ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করার জন্য বাইরে যান না। বরং, ক্ষতির ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করা উচিত। ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে গবেষকের চিন্তা করা উচিত:

- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি গ্রহণ ।
- অংশগ্রহণকারীদের নাম প্রকাশ না করা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা ।
- গবেষক গবেষণা ডিজাইন করার সময় প্রতারণামূলক অনুশীলন এড়িয়ে চলবেন ।
- অংশগ্রহণকারীদের যেকোন সময় যেকোন গবেষণা থেকে সরে আসার অধিকার প্রদান করা।

নীতি দুই-

জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রাপ্তি : গবেষণা নীতিশাস্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হল জ্ঞাতসারে সম্মতির ধারণা । সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এই সম্মতির অর্থ হল অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে হবে যে (ক) তারা গবেষণায় অংশ নিচ্ছেন এবং (খ) গবেষণার জন্য তাদের কাছ থেকে কী প্রয়োজন। এই ধরনের তথ্যের মধ্যে গবেষণার উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত পদ্ধতি, গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল, সেইসাথে সংশ্লিষ্ট চাহিদা, অস্বস্তি, অসুবিধা এবং অংশগ্রহণকারীদের মুখোমুখি হতে পারে এমন ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যদিও একজন সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী ঠিক কোন তথ্য জানতে চান (অথবা চান না) তা জানা সম্ভব নয়, তবুও গবেষকের লক্ষ রাখা উচিত যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া উচিত নয় ; অর্থাৎ, গবেষকের মনে হয় যে তথ্য সম্মতি দেওয়া হবে (অথবা দেওয়া হবে না) তা প্রভাবিত করবে।

অবহিত সম্মতির আরেকটি উপাদান হল, যে অংশগ্রহণকারীদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়া উচিত, জোরপূর্বক এবং প্রতারিত না হয়ে স্ব ইচ্ছায় অংশগ্রহণ করা উচিত । যেখানে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি পাওয়া যায় না, সেখানে গবেষককে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন এরকম হয়েছে।

গবেষকের আরও সচেতন থাকা উচিত যে এমন কিছু ক্ষেত্রে অবহিত সম্মতি অগত্যা প্রয়োজন হয় না বা শিথিল করা প্রয়োজন।

নীতি তিন-

নাম প্রকাশ না করা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করাঃ

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা গবেষণা নীতির আরেকটি বাস্তব উপাদান। সর্বোপরি, অংশগ্রহণকারীরা সাধারণত স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তথ্য প্রদান করতে ইচ্ছুক হন, বিশেষ করে ব্যক্তিগত বা সংবেদনশীল প্রকৃতির তথ্য, যদি গবেষক এই ধরনের তথ্য গোপন রাখতে সম্মত হন। যদিও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি কোনওভাবে সংবেদনশীল না হলে গবেষণা অংশগ্রহণকারীরা কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন , তবুও তথ্য সংগ্রহের পরে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি আরও বেশি। এটি তখন ঘটে যখন তথ্য গোপন রাখা হয় না, তা তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, অথবা প্রকাশনা প্রক্রিয়ার সময় (অর্থাৎ, আপনার গবেষণাপত্রটি চিহ্নিত করার জন্য জমা দেওয়ার সময়)। তবে, এর অর্থ এই নয় যে গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত তথ্য গোপন বা বেনামে রাখা প্রয়োজন। গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে (তথ্য সংগ্রহ থেকে আপনার গবেষণাপত্র প্রকাশ পর্যন্ত) ব্যক্তিদের পরিচয় এবং মতামত প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে। তবুও, এই ধরনের গোপনীয় তথ্য প্রকাশের আগে অনুমতি নেওয়া উচিত।

একটি বিকল্প হল শনাক্তকারী (যেমন, স্থানীয় শব্দ, নাম, ভৌগোলিক সংকেত ইত্যাদি) অপসারণ করা অথবা লেখার সময় প্রক্সি প্রদান করা। তবে, গবেষণা নীতিশাস্ত্রের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করার সময় আপনার গবেষণাপত্রের শুরুতে শনাক্তযোগ্য তথ্যের এই ধরনের অপসারণ সবসময় অনুমান করা সম্ভব নাও হতে পারে । এটি কেবল গুণগত গবেষণা নকশা অনুসরণ করে গবেষণাপত্রের জন্যই বিবেচনা করা হয় না , বরং একটি পরিমাণগত গবেষণা।

উদাহরণস্বরূপ:

কল্পনা করুন যে একটি গবেষণাপত্রে একটি পরিমাণগত গবেষণা নকশা এবং একটি জরিপকে গবেষকের প্রধান গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে । গবেষকের তথ্য বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায়, ভেরিয়েবলের (অর্থাৎ, আপনার জরিপের প্রশ্নগুলির) মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করার সময়, একজন ব্যক্তির পরিচয় এবং প্রতিক্রিয়াগুলি অনুমান করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন যে গবেষক নির্দিষ্ট বয়সের গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে একটি সংস্থার কর্মীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া তুলনা করছেন। একটি নির্দিষ্ট বয়সের গোষ্ঠীর মধ্যে (যেমন, 70 বছরের বেশি বয়সী) কেবলমাত্র একটি ছোট গোষ্ঠী (অথবা কেবল একজন কর্মচারী) থাকতে পারে, যা অন্যদের এই ব্যক্তির (অথবা কর্মীদের একটি ছোট গোষ্ঠী) প্রতিক্রিয়া সনাক্ত করতে সক্ষম করতে পারে।

অতএব, গবেষককে এই ধরনের সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার উপায়গুলি বিবেচনা করতে হবে, যেমন: (ক) টেবিলে ডেটা একত্রিত করা এবং (খ) ডেটা/তথ্য উপস্থাপনের আগে ন্যূনতম সংখ্যক ইউনিট উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নিয়ম নির্ধারণ করা।
আরেকটি বিকল্প হল, প্রকাশিত উপাদানের মধ্যেই ডেটা এবং বিশ্লেষণের অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ রাখার অনুমতি চাওয়া, শুধুমাত্র আপনার কাজ চিহ্নিতকারী ব্যক্তিদের দ্বারা এটি দেখার অনুমতি দেওয়া। যদি কাজটি পরে প্রকাশিত হয়, তাহলে অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য সমন্বয় করতে হবে।

নীতি চার:

প্রতারণামূলক অভ্যাস এড়িয়ে চলা : প্রথম দেখাতেই, জ্ঞাত সম্মতির সামনে প্রতারণামূলক অনুশীলনগুলি উড়ে যায় । সর্বোপরি, অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে জানতে পারবেন (ক) তারা গবেষণায় অংশ নিচ্ছেন এবং (খ) যদি তারা প্রতারিত হন তবে গবেষণার জন্য তাদের কী প্রয়োজন ? এটিই প্রতারণামূলক অনুশীলনের ব্যবহারকে বিতর্কিত করে তোলে। এই কারণে, বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে, গবেষণামূলক গবেষণার যেকোনো ধরণের প্রতারণামূলক অনুশীলন এড়ানো উচিত । তবে, এটি সবসময় হয় না।
প্রতারণা কখনও কখনও গোপন গবেষণার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান , যা কিছু ক্ষেত্রে ন্যায্য হতে পারে। গোপন গবেষণা এমন গবেষণাকে প্রতিফলিত করে যেখানে (ক) পর্যবেক্ষকের পরিচয় এবং (খ) গবেষণার উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের জানা থাকে না। যেসব ক্ষেত্রে একজন গবেষক গোপন গবেষণায় জড়িত হতে পারেন তার মধ্যে এমন উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যেখানে:
একটি নির্দিষ্ট গবেষণা পরিবেশে সকলকে তিনি কী করছেন তা জানানো সম্ভব নয় ।
গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকাশ্য পর্যবেক্ষণ বা জ্ঞান অধ্যয়ন করা হচ্ছে এমন নির্দিষ্ট ঘটনাকে পরিবর্তন করতে পারে।

এটি একে একে আলোচনা করা যেতে পারে:

ক. একটি নির্দিষ্ট গবেষণা পরিবেশে সবাইকে গবেষক কী করছেন তা জানানো সম্ভব নয় ।

খ. সম্ভাব্যতা বলতে গবেষণার খরচের কথা বলা হচ্ছে না । বরং, যে একটি নির্দিষ্ট গবেষণা পরিবেশে সকলকে গবেষক কী করছেন তা জানানো কার্যত সম্ভব নয়। এটি সম্ভবত সেই ক্ষেত্রেই ঘটে যেখানে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণ জড়িত থাকে, বিশেষ করে জনসাধারণের বা অনলাইন পরিবেশে । এমন অনেক স্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে যেখানে এটি হতে পারে:

অ) একটি আন্তর্জালের কথোপকথন ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীরা কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

আ) ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিদের তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা (যেমন- কেনাকাটা, কাজে যাওয়া ইত্যাদি)।

স্পষ্টতই, এইসব ক্ষেত্রে, যেখানে ব্যক্তিরা আসছে এবং যাচ্ছে, সেখানে গবেষক কী করছেন তা সকলকে জানানো অসম্ভব হতে পারে। আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণামূলক কাজে জড়িত হওয়ার চেষ্টা নাও করতে পারেন , তবে স্পষ্টতই অংশগ্রহণকারীরা আপনাকে তাদের অবহিত সম্মতি দিচ্ছেন না । গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকাশ্য পর্যবেক্ষণ বা জ্ঞান অধ্যয়ন করা হচ্ছে এমন নির্দিষ্ট ঘটনাকে পরিবর্তন করতে পারে।

যেখানে পর্যবেক্ষণ বা অংশগ্রহণকারীদের গবেষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান গবেষকের আগ্রহের নির্দিষ্ট ঘটনাটিকে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রাখে, সেখানে গবেষকের উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের মানের দিক থেকে এটি একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় ।

নীতি পাঁচ:

প্রত্যাহারের অধিকার প্রদান : গোপন পর্যবেক্ষণের যেসব ঘটনা ব্যতীত, যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তাদের সকলকে আপনার কাজ সম্পর্কে জানানো সম্ভব নয় , গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের সর্বদা গবেষণা প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার অধিকার থাকা উচিত । অধিকন্তু, গবেষণা প্রক্রিয়ার যেকোন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সরে আসার অধিকার থাকা উচিত। যখন কোনও অংশগ্রহণকারী গবেষণা প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাদের সরে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য কোনওভাবেই চাপ বা জোর করা উচিত নয়।

সাধারণ গবেষণার নীতিশাস্ত্রের নিয়মগুলি স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করা, উপকারিতা প্রচার করা, ক্ষতি এড়ানো, ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং সততা, গোপনীয়তা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার চারপাশে আবর্তিত হয়।

এখানে এই মূল নীতিগুলির আরও বিশদ বিভাজন রয়েছে:

স্বায়ত্তশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা: এর অর্থ হল গবেষণায় অংশগ্রহণের বিষয়ে ব্যক্তিদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে সম্মান করা, নিশ্চিত করা যে অংশগ্রহণ স্বেচ্ছায় এবং কোনরকম জবরদস্তি ছাড়াই।

উপকারিতা: গবেষকদের সম্ভাব্য সুবিধাগুলি সর্বাধিক করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতি কমানোর চেষ্টা করা উচিত।

অ-অপরাধ: অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতি এড়াতে গবেষকদের দায়িত্ব রয়েছে।

ন্যায়বিচার: গবেষণা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, নিশ্চিত করা উচিত যে গবেষণার সুবিধা এবং বোঝা সমানভাবে বিতরণ করা হয়।

অবহিত সম্মতি: অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সুবিধাগুলি সহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত করতে হবে এবং তাদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় তাদের সম্মতি দিতে হবে।

গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষা: গবেষকদের অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে তাদের তথ্য গোপনীয় এবং বেনামি রেখে, কিংবা সম্মত না হলে।

সততা: গবেষকদের অবশ্যই তাদের গবেষণায় সৎ এবং স্বচ্ছ হতে হবে, বানোয়াট, মিথ্যাচার এবং চুরি এড়িয়ে চলতে হবে।

স্বচ্ছতা: গবেষকদের তাদের পদ্ধতি, ফলাফল এবং উপসংহার সম্পর্কে উন্মুক্ত হওয়া উচিত, যা তাদের কাজের পরীক্ষা এবং প্রতিলিপি করার অনুমতি দেয়।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব: গবেষকদের অবশ্যই আগ্রহের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে হবে যা তাদের গবেষণার অখণ্ডতাকে আপস করতে পারে।

সামাজিক এবং ক্লিনিকাল মান: গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং ক্লিনিকাল সমস্যাগুলি সমাধান করা উচিত এবং সমাজের উপকার করার সম্ভাবনা থাকা উচিত।

বৈজ্ঞানিক বৈধতা: গবেষণা এমনভাবে ডিজাইন করা এবং পরিচালনা করা উচিত যা এর ফলাফলের বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

ন্যায্য বিষয় নির্বাচন: গবেষকদের পক্ষপাত বা বৈষম্য এড়িয়ে, ন্যায্যভাবে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা উচিত।

অনুকূল ঝুঁকি-সুবিধা অনুপাত: গবেষণার সম্ভাব্য সুবিধাগুলি অংশগ্রহণকারীদের সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে বেশি হওয়া উচিত।

স্বাধীন পর্যালোচনা: গবেষণা প্রোটোকলগুলি নৈতিক এবং নিরাপদ তা নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বাধীন নীতিশাস্ত্র কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা উচিত।

সম্ভাব্য এবং নথিভুক্ত বিষয়ের জন্য সম্মান: গবেষকদের সকল অংশগ্রহণকারীদের সম্মান এবং মর্যাদার সাথে আচরণ করা উচিত, তাদের অবস্থা বা দুর্বলতা নির্বিশেষে।

গবেষকদের নৈতিক বিশৃঙ্খলা এড়াতে সাহায্য করার জন্য APA-এর বিজ্ঞান অধিদপ্তর যে পাঁচটি সুপারিশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে দেওয়া হল:

১. বৌদ্ধিক সম্পত্তি সম্পর্কে মুক্ত আলোচনার সুযোগ: লেখক হিসেবে কে কৃতিত্ব পাবে, তা নিয়ে একাডেমির প্রতিযোগিতামূলক "প্রকাশ কর অথবা ধ্বংস কর" মানসিকতা সমস্যার কারণ হতে পারে। কে কৃতিত্ব পাবে এবং কোন ক্রমে পাবে, তা নিয়ে মতবিরোধ এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হল কর্ম সম্পর্কের শুরুতেই এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলা, যদিও অনেকেই প্রায়শই এই ধরনের বিষয়গুলি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন।

APA-এর নীতিশাস্ত্র কোড কিছু নির্দেশনা প্রদান করে:

এটি নির্দিষ্ট করে যে "অনুষদ উপদেষ্টারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং গবেষণা এবং প্রকাশনা প্রক্রিয়া জুড়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রকাশনার ক্রেডিট নিয়ে আলোচনা করবেন।" যখন গবেষক এবং শিক্ষার্থীরা এই ধরনের বোঝাপড়া লিখিতভাবে প্রকাশ করেন, তখন গবেষণার অগ্রগতির পাশাপাশি অবদানগুলি নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা এবং মূল্যায়ন করার জন্য তাদের কাছে একটি সহায়ক মাপকাঠি থাকে।

তবে, সেরা পরিকল্পনাগুলিও বিতর্কের কারণ হতে পারে, যা প্রায়শই ঘটে। কারণ বিভিন্ন মানুষ একই পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে দেখে। APA-এর নীতিশাস্ত্র কোডে বলা হয়েছে যে মনোবিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র তাদের বাস্তব সম্পাদিত কাজের জন্য কৃতিত্ব গ্রহণ করবেন বা যেটিতে তারা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন এবং প্রকাশনার কৃতিত্ব সঠিকভাবে আপেক্ষিক অবদানকে প্রতিফলিত করা উচিত তেমন ক্ষেত্রেই কৃতিত্ব নেওয়া উচিত: "কেবলমাত্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদের অধিকার, যেমন- বিভাগের চেয়ার, লেখকত্বের কৃতিত্বকে ন্যায্যতা দেয় না," কোডটি বলে। "প্রকাশনার জন্য গবেষণা বা লেখায় ক্ষুদ্র অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেমন পাদটীকা বা একটি ভূমিকা বিবৃতিতে।"

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি তারা প্রতিবেদন করা গবেষণার ধারণা, নকশা, বাস্তবায়ন, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যায় যথেষ্ট অবদান রাখে, তাহলে তাদের লেখক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা উচিত। প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিগত অবদানের জন্য লেখকত্বের প্রয়োজন হয় না। একইভাবে, উপদেষ্টাদের তাদের শিক্ষার্থীদের কাজের উপর পদাধিকারবলে লেখকত্ব আশা করা উচিত নয়।

মনোবিজ্ঞানীদের এমন পরিস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন থাকা উচিত যেখানে তাদের গোপনীয় ধারণা বা গবেষণার অ্যাক্সেস থাকে, যেমন জার্নাল পাণ্ডুলিপি বা গবেষণা অনুদান পর্যালোচনা করা, অথবা উপস্থাপনা বা অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের সময় নতুন ধারণা শোনা। যদিও গবেষকেরা তাদের চিন্তাভাবনা থেকে একটি আকর্ষণীয় পাণ্ডুলিপির সমস্ত তথ্য মুছে ফেলতে পারবেন না, তবুও প্রবর্তককে কৃতিত্ব না দিয়ে সেই ধারণাগুলি নেওয়া অনুচিত।

"আপনি যদি একজন অনুদান পর্যালোচক হন অথবা একজন জার্নাল পাণ্ডুলিপি পর্যালোচক হন [যিনি] এমন কারো গবেষণা দেখেন [যা] এখনও প্রকাশিত হয়নি, তাহলে আপনার সেই ব্যক্তির গোপনীয়তা এবং পরিচয় গোপন রাখার দায়িত্ব রয়েছে," বলেছেন জেরাল্ড পি. কুচার, যিনি এথিক্স অ্যান্ড বিহেভিয়ার জার্নালের সম্পাদক এবং "এথিক্স ইন সাইকোলজি: প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড কেসেস" (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮) এর সহ-লেখক।

গবেষকদের গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতাও পূরণ করতে হবে: লেখকরা যদি এমন ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারেন যা গবেষণার ফলাফলের ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে, তাহলে তারা সংশোধন, প্রত্যাহার, ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অন্য কোনও উপায়ে ত্রুটিগুলি দ্রুত সংশোধন করতে নীতিগতভাবে বাধ্য থাকবেন। "APA প্রকাশনা ম্যানুয়াল ধারা 8.05-এ কী সংরক্ষণ করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু সাধারণ পরামর্শ এবং ডেটা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনা করার বিষয়গুলি সম্পর্কে পরামর্শ রয়েছে।"

APA নীতিশাস্ত্র কোড অনুসারে মনোবিজ্ঞানীদের তাদের তথ্য অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে হবে যারা তাদের সিদ্ধান্ত যাচাই করতে চান, তবে শর্ত থাকে যে অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা যেতে পারে এবং যতক্ষণ না মালিকানাধীন তথ্য সম্পর্কিত আইনি অধিকার তাদের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। যাইহোক, কোডটি আরও উল্লেখ করে যে এই পরিস্থিতিতে তথ্যের অনুরোধকারী মনোবিজ্ঞানীরা কেবল ভাগ করা তথ্য পুনর্বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করতে পারেন; অন্য কোনও ব্যবহারের জন্য, তাদের অবশ্যই একটি পূর্ব লিখিত চুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

2. একাধিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকা: APA-এর নীতিশাস্ত্র কোডের মতে মনোবিজ্ঞানীদের এমন সম্পর্ক এড়িয়ে চলা উচিত যা তাদের পেশাগত কর্মক্ষমতাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা অন্যদের জন্য শোষণ বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। তবে এটি আরও উল্লেখ করে যে অনেক ধরণের একাধিক সম্পর্ক অনৈতিক নয় - যতক্ষণ না তাদের প্রতিকূল প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করা না যায়। তা সত্ত্বেও গবেষকের যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে একাধিক সম্পর্কে জড়ানোর আগে সাবধানে চিন্তা করা উচিত, যেমন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়োগ করা অথবা এমন একটি কোম্পানির পণ্যের কার্যকারিতা তদন্ত করা যার স্টক তার কাছে আছে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি মনোবিজ্ঞান ১০১ কোর্স থেকে শিক্ষার্থীদের একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিয়োগ করা হয়, তখন স্পষ্ট করে বলতে হবে যে এই অংশগ্রহণ স্বেচ্ছামূলক। যদি অংশগ্রহণ একটি কোর্সের প্রয়োজনীয়তা হয়, তাহলে ক্লাসের সিলেবাসে এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে এমন অংশগ্রহণের শিক্ষামূলক মূল্য রয়েছে। ২০০২ সালের নীতিশাস্ত্র কোড স্ট্যান্ডার্ড ৮.০৪বি-তেও এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষার্থীদের গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য ন্যায্য বিকল্প দেওয়া উচিত। গবেষকদের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে সাধারণ বহুমুখী ভূমিকাগুলির মধ্যে

একটি হল ক্লাসে পড়ানো শিক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শদাতা এবং ল্যাব সুপারভাইজার উভয়ই হওয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পর্যবেক্ষকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে যে তারা নিজেদের এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্যের অপব্যবহার না করেন।

এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করেন যে তত্ত্বাবধায়করা শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সময়োপযোগী এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থাপন করা উচিত এবং তত্ত্বাবধানের একটি রেকর্ড রাখা দরকার, যার মধ্যে সভার সময়, আলোচিত বিষয় এবং নির্ধারিত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি গবেষকগণ দেখেন যে তারা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক একাধিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন, তাহলে নীতিগতভাবে তাদের নীতিমালা মেনে চলার সময় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সর্বোত্তম স্বার্থে সেগুলি সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাধ্য থাকবেন।

৩. অবহিত-সম্মতির নিয়ম অনুসরণ করা: সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে, সম্মতি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিরা প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি এবং সুবিধা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে স্বেচ্ছায় গবেষণায় অংশগ্রহণ করছেন। সিমন্স কলেজের স্কুল ফর হেলথ স্টাডিজের ডিন কুচার বলেন যে, "ফেডারেল স্ট্যান্ডার্ড হল যে ব্যক্তির কাছে এমন সমস্ত তথ্য থাকতে হবে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন একটি ফর্মে অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে যা তারা বুঝতে এবং বুঝতে পারে।"

APA-এর নীতিশাস্ত্র কোড বাধ্যতামূলক করে যে গবেষকদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করা উচিত: গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত সময়কাল এবং পদ্ধতি। অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ পদ্ধতি থেকে সরে দাঁড়ানোর এবং গবেষণা শুরু হওয়ার পরেও সেটা থেকে সরে যাবার অধিকার, সেইসাথে গবেষণার প্রত্যাশিত পরিণতি। সম্ভাব্য ঝুঁকি, অস্বস্তি বা প্রতিকূল প্রভাবের মতো যুক্তিসঙ্গতভাবে পূর্বাভাসযোগ্য কারণগুলি যা তাদের অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে। যেকোন সম্ভাব্য গবেষণার সুবিধা। গোপনীয়তার সীমা, যেমন- ডেটা কোডিং, নিষ্পত্তি, ভাগাভাগি এবং সংরক্ষণাগার, এবং কখন গোপনীয়তা ভঙ্গ করতে হবে। অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা। অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্নের জন্য কাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ইত্যাদি।

মনে রাখা উচিত যে নীতিশাস্ত্র কোডে পরীক্ষামূলক চিকিৎসা গবেষণা পরিচালনাকারী গবেষকদের জন্য নির্দিষ্ট আদেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশেষ করে, তাদের অবশ্যই চিকিৎসার জন্য আসা ব্যক্তিদের চিকিৎসার পরীক্ষামূলক প্রকৃতি, নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর কাছে কোন পরিষেবাগুলি উপলব্ধ হবে বা থাকবে না, অংশগ্রহণকারীদের কীভাবে চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীতে নিযুক্ত করা হবে, উপলব্ধ চিকিৎসার বিকল্প এবং অংশগ্রহণের ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক খরচ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

যদি গবেষণা অংশগ্রহণকারী বা ক্লায়েন্টরা নিজেরাই অংশগ্রহণের ঝুঁকি এবং সুবিধাগুলি মূল্যায়ন করতে সক্ষম না হন - উদাহরণস্বরূপ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি - তাহলে যিনি অনুমতি দিচ্ছেন তার অবশ্যই একই তথ্যে অংশ থাকতে হবে, কুচার বলেছেন একথাও।

মনে রাখব যে, একটি স্বাক্ষরিত সম্মতি ফর্মের অর্থ এই নয় যে তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়াটি গোপন রাখা যেতে পারে, নীতিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন বলে। প্রকৃতপক্ষে, APA নীতিশাস্ত্র কোড বলে যে গবেষকরা কেবল দু'টি ক্ষেত্রেই অবহিত সম্মতি এড়িয়ে যেতে পারেন- প্রথমত, যখন আইন বা ফেডারেল বা প্রাতিষ্ঠানিক বিধি দ্বারা অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয়ত, যখন গবেষণাটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অংশগ্রহণকারীদের কষ্ট বা ক্ষতি করার ভয় থাকে না। আরও কিছু ক্ষেত্রেও এরকম হতে পারে। যেমন নিচের কারণগুলির মধ্যে কোন একটি যদি জড়িত থাকে:

শিক্ষাগত পরিবেশে পরিচালিত স্বাভাবিক শিক্ষামূলক অনুশীলন, পাঠ্যক্রম বা শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অধ্যয়ন।

বেনামি প্রশ্নাবলী, প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ বা সংরক্ষণাগার গবেষণা যার জন্য উত্তর প্রকাশের ফলে অংশগ্রহণকারীদের ফৌজদারি বা দেওয়ানি দায়বদ্ধতার ঝুঁকিতে ফেলা হবে না। কিংবা তাদের আর্থিক অবস্থান, কর্মসংস্থান বা খ্যাতির ক্ষতি হবে না এবং যার জন্য গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকবে তার গবেষণার।

চাকরি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিষয়গুলির অধ্যয়ন এমন সাংগঠনিক পরিবেশে পরিচালিত হবে যেখানে অংশগ্রহণকারীদের নিয়োগযোগ্যতার কোনও ঝুঁকি নেই এবং গোপনীয়তাও সুরক্ষিত থাকে।

যদি মনোবিজ্ঞানীরা শুরুতেই পূর্ণ সম্মতি পেতে বাধা পান - উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রোটোকলটিতে প্রতারণা, স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ রেকর্ড করা বা কনফেডারেটের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকে - তাহলে তাদের তথ্য সংগ্রহের পরে একটি সম্পূর্ণ ডিব্রিফিং প্রদান করা এবং লোকেদের তাদের সম্মতি পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ প্রদান করা নিশ্চিত করা উচিত।

কোডটিতে আরও বলা হয়েছে যে গবেষকদের "গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত বা অনুপযুক্ত আর্থিক বা অন্যান্য প্রলোভন" এড়াতে যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা করা উচিত, যখন এই ধরনের প্রলোভন অংশগ্রহণকে বাধ্য করার সম্ভাবনা থাকে।

৪. গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তাকে সম্মান করা: প্রতিটি গবেষকের কাজের একটি কেন্দ্রীয় নীতি হল ব্যক্তিদের গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তার অধিকার সমুন্নত রাখা। তবে, অনেক গোপনীয়তার বিষয় গবেষণা জনগোষ্ঠীর কাছে স্বতন্ত্র। একথা সুসান ফোকম্যান, "মানব অংশগ্রহণকারীদের সাথে গবেষণার নীতিশাস্ত্র" (এপিএ, ২০০০) বইতে লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, গবেষকদের এমন কিছু উপায় বের করতে হবে যাতে অংশগ্রহণকারীরা সংবেদনশীল বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক কিনা তা জিজ্ঞাসা

করা যায়। এবং যেহেতু গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের সম্পর্কে কতটা তথ্য প্রকাশ করা হবে এবং কোন পরিস্থিতিতে তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে, তাই গবেষকদের একটি গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়োগের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য কোনও সহায়তা গোষ্ঠীর সদস্যদের যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ করা অনুচিত। তবে, গবেষক তার সহকর্মীদের গবেষণা অধ্যয়নের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য একটি চিঠি দিতে পারেন এবং যদি তারা আগ্রহী হন তবে ব্যক্তিদের গবেষকের সাথে যোগাযোগ করার উপায় প্রদান করতে পারেন। গবেষকদের অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে:

গোপনীয়তার সীমা নিয়ে আলোচনা করা। অংশগ্রহণকারীদের তাদের তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে, মামলার উপকরণ, ছবি এবং অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং দিয়ে কী করা হবে সে সম্পর্কে তথ্য দেওয়া এবং তাদের সম্মতি নিশ্চিত করা।

ফেডারেল এবং রাজ্য আইন সম্পর্কে জানা দরকার। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এমন রাজ্য এবং ফেডারেল আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানলে ভালো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৪ সালের শিক্ষা আইন পিতামাতার অনুমতি ছাড়া শিশুদের ধর্ম, লিঙ্গ বা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ করে।

ব্যবহারিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। গোপনীয় রেকর্ডগুলি সীমিত প্রবেশাধিকার সহ একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সম্ভব হলে, সেগুলি সনাক্তকারী তথ্য থেকে বাদ দেওয়ার কথা বিবেচনা করা দরকার। এছাড়াও, এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত যেখানে গোপনীয়তা অসাবধানতাবশত লঙ্ঘিত হতে পারে। যেমন শব্দরোধী নয় এমন ঘরে গোপনীয় কথোপকথন করা বা অ্যাকাউন্টিং বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিলগুলিতে অংশগ্রহণকারীদের নাম লেখানো।

গবেষণা শুরু করার আগে ডেটা শেয়ার করার কথা ভাবুন। গবেষকরা যদি তাদের ডেটা অন্যদের সাথে শেয়ার করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে তাদের সম্মতি প্রক্রিয়ায় এটি মনে রাখা উচিত, কীভাবে সেগুলি শেয়ার করা হবে এবং ডেটা বেনামি থাকবে কিনা তা নির্দিষ্ট করে। যেমন- ভিডিওটেপে সংগৃহীত উন্নয়নমূলক তথ্য শেয়ার করার জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হতে পারে, কিন্তু যদি একজন গবেষক তখন ভিডিওটেপ শেয়ার করার অনুমতি না চান, তাহলে তা করা অনৈতিক হবে। শেয়ার করার সময়, গবেষকদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠিত কৌশল ব্যবহার করা উচিত, যেমন পরিচয় গোপন করার জন্য ডেটা কোডিং করা। "কিন্তু সচেতন থাকুন যে পরিচয় সম্পূর্ণরূপে গোপন করা প্রায় অসম্ভব হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনার ডেটাতে ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং থাকে বা

বৃহত্তর ডাটাবেসের সাথে লিঙ্ক করা যায়," APA এর বিজ্ঞান অধিদপ্তরের সহযোগী নির্বাহী পরিচালক মেরি বুলক বলেছেন এই কথা।

ইন্টারনেটের সীমাবদ্ধতাগুলি বুঝতে হবে। যেহেতু ওয়েব প্রযুক্তি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে, তাই গবেষকদের অনলাইনে গবেষণা করার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ হতে হবে এবং ইলেকট্রনিকভাবে গোপনীয় তথ্য আদান-প্রদানের সময় সতর্ক থাকতে হবে। গবেষক যদি ইন্টারনেটের প্রতি আগ্রহী না হন, তাহলে এমন কারো সাহায্য নিন যিনি এই বিষয়ে দক্ষ। নাহলে, অন্যরা এমন তথ্য ব্যবহার করতে পারে যা গবেষক সঠিকভাবে সুরক্ষিত বলে মনে নাও করতে পারেন।

৫. নীতিশাস্ত্রের সম্পদ ব্যবহার করা : গবেষকরা নৈতিক দ্বিধা এড়াতে এবং সমাধান করতে পারেন এমন একটি সর্বোত্তম উপায় হল তাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা কী এবং তাদের জন্য কী কী সম্পদ উপলব্ধ তা জানা। বুলক বলেছেন যে, গবেষকরা গবেষণা এবং পেশাদার নীতিশাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তিগুলি মনে করিয়ে দিয়ে নীতিগত বিষয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। এই মৌলিক বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:

বেলমন্ট রিপোর্ট: ১৯৭৯ সালে ন্যাশনাল কমিশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ হিউম্যান সাবজেক্টস অফ বায়োমেডিকেল অ্যান্ড বিহেভিওরাল রিসার্চ কর্তৃক প্রকাশিত, এই রিপোর্টটি মানব অংশগ্রহণকারী গবেষণার নিয়মকানুন অনুসরণের জন্য নৈতিক কাঠামো প্রদান করে এবং এখনও মানব অংশগ্রহণকারী সুরক্ষা আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

APA এর নীতিশাস্ত্র কোড, যা গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সাধারণ নীতি এবং নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে।

তাছাড়া, গবেষকদের তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা বোর্ডের (IRB) সাথে মাঝে মাঝে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, এই গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই গবেষকদের প্রকল্প শুরু করার আগে সম্ভাব্য দ্বিধাগুলি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু গবেষকদের প্রথমে তাদের IRB-গুলিকে একটি গবেষণা প্রস্তাব সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে।

প্যান্টিটার বলেছেন যে, গবেষক আইআরবি-কে যত বেশি তথ্য দেবেন, তার সদস্যরা আচরণগত গবেষণা সম্পর্কে তত বেশি শিক্ষিত হবেন এবং তাদের পক্ষে গবেষণাকে সহজতর করা তত সহজ হবে।

১২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

গবেষণা এবং প্রকাশনার নীতিশাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কারণ প্রতিটি নতুন গবেষণা নতুন আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে, যা প্রকাশনার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায়।

গবেষণা নীতিগতভাবে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করে, যে কোনও গবেষণার অংশগ্রহণকারীরা গবেষণার সময় সরাসরি ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকে। এছাড়াও, এই নীতিগুলি রোগীদের গবেষণা ধারণার দুর্বল প্রয়োগ থেকে পরোক্ষভাবে রক্ষা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, গবেষণা এবং প্রকাশনার নীতিশাস্ত্র উভয়কেই একসাথে বিবেচনা করা হয় এবং গবেষকরা গবেষণার সততা এবং ভাল গবেষণা অনুশীলনগুলি চিত্রিত করবেন বলে আশা করা হয়।

এই মডিউলে, আমরা গবেষণা এবং প্রকাশনার নীতিশাস্ত্রের পটভূমির পাশাপাশি গবেষণা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুনগুলির উপর আলোকপাত করব। আমরা প্রকাশনার নীতিশাস্ত্রের উপরও আলোকপাত করব কারণ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং গবেষকরা অজান্তেই প্রকাশনার জন্য অনৈতিক অনুশীলন অনুসরণ করার প্রবণতা পোষণ করেন।

১২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- গবেষণায় নৈতিকতা বিষয়ে বিশদে জানা সম্ভব হল।
- গবেষণায় নৈতিকতা পালন না করলে আসন্ন বিপদসমূহ বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভব হল।
- গবেষণায় নৈতিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে জানা সম্ভব হল।
- গবেষণায় নৈতিকতার নীতিশাস্ত্র ও বিভিন্ন সংস্থা প্রদত্ত নীতিসমূহ জানাতে পারলেন।

১২.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (২০০২)। মনোবিজ্ঞানীদের নীতিগত নীতি এবং আচরণবিধি। আমেরিকান সাইকোলজিস্ট
- সেলস, বিডি, এবং ফোকম্যান, এস. (সম্পাদক) (২০০০); মানব অংশগ্রহণকারীদের সাথে গবেষণায় নীতিশাস্ত্র; ওয়াশিংটন, ডিসি: আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন
- আন্তর্জাল
- বিজ্ঞান অধিদপ্তরে APA-এর গবেষণা নীতিশাস্ত্র অফিস; ই-মেইল ; ওয়েবসাইট: APA বিজ্ঞান
- জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (NIH) মানবিক বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক উপকরণ সরবরাহ করে
- এনআইএইচ বায়োএথিক্স রিসোর্সেস ওয়েবসাইট
- স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের (DHHS) গবেষণা ইন্টিগ্রিটি অফিসের ওয়েবসাইট
- DHHS অফিস অফ হিউম্যান রিসার্চ প্রোটেকশনস ওয়েবসাইট
- মানবজাতির সুরক্ষা সম্পর্কিত ১৯৭৯ সালের বেলমন্ট রিপোর্ট

- অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাক্রিডিটেশন অফ হিউম্যান রিসার্চ প্রোটেকশন প্রোগ্রামস ওয়েবসাইট: www.aahrpp.org

✓ ১২.১০ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। সাধারণত গবেষণা সংক্রান্ত নীতি একটি গবেষণা সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। এছাড়াও, এটি গবেষণায় নৈতিক মান নিশ্চিত করার জন্য গবেষকদের শিক্ষিত করে ও পর্যবেক্ষণ করে। এই সম্পর্কে যেসব নীতি প্রচলিত তার একটি সাধারণ সারাংশ এরকম ভাবে লেখা যেতে পারে ..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (১২.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

২। গবেষণা নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো সূত্রাকারে এভাবে লেখা যেতে পারে:
...গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা... গবেষণা কাজ এবং প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতি আস্থা তৈরি করা।

এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (১২.৪ অংশ দ্রষ্টব্য)

? ১২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গবেষণায় নৈতিকতা কী ও কেন, আলোচনা করুন।
২। গবেষণায় পালনীয় নীতিসমূহ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।
৩। গবেষণায় নৈতিকতার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করুন।
৪। সাহিত্য গবেষণায় নৈতিকতা কতটা প্রয়োজনীয়, আলোচনা করুন।
৫। গবেষণায় নৈতিকতার সাধারণ দিকসমুহ বিষয়ে আলোচনা করুন।

*** *** ***